Registered No. WB/SC-247 *রেজিস্ট্রী নংঃ ডব্লু.বি/এস.সি-247*

সত্যমেব জয়তে

Kolkata Gazette

কলকাতা গেজেট

EXTRAORDINARY

বিশেষ

PART III

ভাগ ৩

Published by Authority

প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

No. 9	**KOLKATA, FRIDAY, OCTOBER 25, 2024**	**[KARTIKA 3, 1946 (SAKA)**
নং ৯	**কলকাতা, শুক্রবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৪**	**[৩রা কার্ত্তিক, ১৯৪৬ (শক)**

বিধি বিভাগ

কলকাতা, ২৫শে অক্টোবর, ২০২৪/৩রা কার্ত্তিক, ১৯৪৬ (শক)

(১) দ্য সিটি সেশনস কোর্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৩,

(২) দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রহিবিশন অফ্ অডিও-ভিডিও পাইরেসি অ্যাক্ট, ২০১৩,

(৩) দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল টী প্ল্যানটেশন এমপ্লয়ীজ ওয়েলফেয়ার ফান্ড অ্যাক্ট, ২০১৫-এর

বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাজ্যপালের প্রাধিকারাধীনে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রদীপ কুমার পাঁজা

প্রধান সচিব

বিধি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

LAW DEPARTMENT

Kolkata, 25th October, 2024/Kartika 3, 1946 (Saka)

The translations in Bengali of the following, namely:

(1) The City Sessions Court Act, 1953.

(2) The West Bengal Prohibition of Audio-Video Piracy Act, 2013.

(3) The West Bengal Tea Plantation Employees' Welfare Fund Act, 2015.

are hereby published under the authority of the Governor of West Bengal.

Pradip Kumar Panja

Principal Secretary
Law Department
Government of West Bengal

নগর দায়রা আদালত আইন, ১৯৫৩

(১৯৫৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ২০ আইন)

সংশোধিত

১৯৫৬-এর পশ্চিমবঙ্গ ২৬ আইন
১৯৬৪-এর পশ্চিমবঙ্গ ২১ আইন
১৯৬৯-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৩ আইন
১৯৭৫-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩১ আইন
১৯৮০-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৮ আইন

(১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩)

প্রেসিডেন্সী-শহর কলিকাতার জন্য নগর দায়রা আদালত স্থাপন করণার্থ আইন।

যেহেতু প্রেসিডেন্সী-শহর কলিকাতার জন্য নগর দায়রা আদালত স্থাপন করা সঙ্গত;

অতএব ইহা এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল ঃ—

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রারম্ভ।

১। এই আইন নগর দায়রা আদালত আইন, ১৯৫৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা যে তারিখ নগর দেওয়ানী আদালত আইন, ১৯৫৩ বলবৎ হয়, সেই একই তারিখে [১]বলবৎ হইবে।

১৯৫৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ২১ আইন।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে বিষয় ও প্রসঙ্গে বিরুদ্ধার্থক কিছু না থাকিলে—

(১) "চীফ জজ" বলিতে ৪ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত নগর দায়রা আদালতের চীফ জজ-কে বুঝায়;

(২) "নগর দেওয়ানী আদালত" বলিতে নগর দেওয়ানী আদালত আইন, ১৯৫৩-এর ৩ ধারা অনুযায়ী স্থাপিত আদালতকে বুঝায়;

(৩) "নগর দায়রা আদালত" বলিতে ৩ ধারা অনুযায়ী স্থাপিত আদালতকে বুঝায়;

(৪) "হাইকোর্ট" বলিতে কলিকাতা হাইকোর্টকে বুঝায়;

* * * * * *

* * * * * *

(৭) "সংহিতা" বলিতে ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ বুঝায়।

১৮৯৮-এর ৫ আইন।

নগর দায়রা আদালত স্থাপন।

৩। রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রেসিডেন্সী-শহর কলিকাতার জন্য দায়রা আদালত স্থাপন[২] করিতে পারিবেন যাহা নগর দায়রা আদালত বলিয়া অভিহিত হইবে।

---

[১]উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণের জন্য ক্যালকাটা গেজেট এক্সট্রাঅর্ডিনারি, তারিখ ৩১ মার্চ, ১৯৫৩, ভাগ ৪অ, পৃষ্ঠা ৪৬৮ দ্রষ্টব্য; পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যবাহের জন্য ৫ ও ৬ মে, ১৯৫৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যবাহ দ্রষ্টব্য; এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানপরিষদের কার্যবাহের জন্য ১২ মে, ১৯৫৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানপরিষদের কার্যবাহ দ্রষ্টব্য।

[১]যে তারিখে নগর দেওয়ানী আদালত আইন, ১৯৫৩ বলবৎ হইয়াছিল, সেই তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ এই আইন বলবৎ হয় [এই আইনের ১ (২) ধারা দ্রষ্টব্য]। উক্ত পরবর্তী আইনটি ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ তারিখে বলবৎ হইয়াছিল। পৃষ্ঠা ৩৮৯-এর ২ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২]নগর দায়রা আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৩ আইন)-এর ২ ধারা দ্বারা ৫ ও ৬ প্রকরণসমূহ বাদ দেওয়া হয়।

[২]নগর দায়রা আদালত ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ তারিখে স্থাপিত হইয়াছিল [ক্যালকাটা গেজেট এক্সট্রাঅর্ডিনারি, তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ৫৮৬-তে প্রকাশিত, বিচার বিভাগের ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ১০৫৯-জে. দ্রষ্টব্য।

(২) নগর দায়রা আদালত হাইকোর্টের লেটার্স পেটেন্ট ও সংহিতার অর্থের মধ্যে হাইকোর্টের অধীনস্থ ও অধীক্ষণাধীন কোন আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

জজগণের নিয়োগ।

৪। (১) নগর দায়রা আদালতে একজন চীফ জজ নিযুক্ত হইবেন এবং রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ সংখ্যক অন্য জজ নিযুক্ত হইবেন।

(২) নগর দেওয়ানী আদালতের চীফ জজ এবং ঐ আদালতের অন্যান্য জজকে ঐ আদালতে তাঁহাদের কর্তব্যসমূহের অতিরিক্তরূপে নিযুক্ত করা যাইবে যেরূপ নগর দায়রা আদালতের চীফ জজ ও অন্যান্য জজ তাঁহাদের কর্তব্যসমূহের জন্য উক্ত আদালতে নিযুক্ত হন।

নগর দায়রা আদালত দায়রা আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐরূপ আদালতে সংহিতার প্রয়োগ।

৫। সংহিতার প্রয়োজনে, প্রেসিডেন্সী-শহর কলিকাতা কোনও দায়রা বিভাগ ও জেলা বলিয়া গণ্য হইবে এবং নগর দায়রা আদালত ঐরূপ দায়রা বিভাগের জন্য স্থাপিত কোন দায়রা আদালত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং নগর দায়রা আদালতের চীফ জজ ও অন্যান্য জজ ঐরূপ দায়রা আদালতের জন্য নিযুক্ত যথাক্রমে দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজ বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং এই আইনে অন্যথা যেরূপ বিহিত হইয়াছে তদ্ব্যতিরেকে সংহিতার সকল বিধানাবলী তদনুসারে প্রযোজ্য হইবে।

কতিপয় বিষয়ে নগর দায়রা আদালতের ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে না।

৬। [১] * * * * *

[২] * * * * *

(৩) [৩] * * * * * যে সকল বিষয়ে নগর দায়রা আদালতের ক্ষেত্রাধিকার নাই, সেই সকল বিষয়ের বিচার, সংসৃষ্ট বা নিষ্পত্তি করা যাইবে, যেন এই আইন গৃহীত হয় নাই।

৭। [*(সোপর্দ)— নগর দায়রা আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৩ আইন) দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে)*।]

৮। [*(হাইকোর্ট কতিপয় মামলার বিচার করিবেন না)— নগর দায়রা আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৩ আইন) দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে)*।]

৯। [*(নগর দায়রা আদালতের সমক্ষে জুরিগণ কর্তৃক বিচার হইবে)— নগর দায়রা আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫-এর পশ্চিমবঙ্গ ২১ আইন) দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে)*।]

---

[১]নগর দায়রা আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩১ আইন)-এর ২ ধারা দ্বারা (১) উপধারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[২]নগর দায়রা আদালত (সংশোধন) আইন, ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৩ আইন)-এর ৩ (১) ধারা দ্বারা (২) উপধারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[৩]"৭ ও ৮ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে" এই শব্দ ও সংখ্যাসমূহ ৩(২) ধারা দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে, পূর্বোল্লিখিত।

রেজিস্ট্রার এবং করণিক ও শাসনিক আধিকারিকগণের নিয়োগ এবং তাঁহাদের কর্তব্যসমূহ।

১০। (১) রাজ্য সরকার কোন একজন ব্যক্তিকে নগর দায়রা আদালতের রেজিস্ট্রার হিসাবে নিয়োগ করিবেন।

(২) রাজ্য সরকার নগর দায়রা আদালতের করণিক ও শাসনিক আধিকারিকের সংখ্যা [১]স্থির করিবেন। ঐরূপ করণিক ও শাসনিক আধিকারিকের নিয়োগ রাজ্য সরকার দ্বারা কৃত হইবে অথবা যদি যেকোন প্রকার বা যে যে প্রকার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ঐরূপে নির্দেশ দেন, সেক্ষেত্রে, চীফ জজ কর্তৃক ঐরূপ নিয়োগ কৃত হইবে।

(৩) রেজিস্ট্রার এবং কোনও করণিক বা অন্যান্য শাসনিক আধিকারিক নগর দায়রা আদালত ও নগর দেওয়ানী আদালত এতদোভয়ের জন্য অভিন্ন হইতে পারেন।

(৪) নগর দায়রা আদালতের রেজিস্ট্রার এবং (২) উপধারায় উল্লিখিত করণিক ও শাসনিক আধিকারিকগণ চীফ জজের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবেন এবং তিনি ঐরূপ রেজিস্ট্রার, করণিক ও শাসনিক আধিকারিকগণের কর্তব্য বিহিতকারী প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

ছুটির দিনসমূহ এবং দীর্ঘাবকাশ।

১১। চীফ জজ প্রত্যেক বৎসর প্রারম্ভের পূর্বে নগর দায়রা আদালতে পালনীয় ছুটির দিনসমূহ এবং দীর্ঘাবকাশের একটি সূচী প্রস্তুত করিবেন এবং উহা হাইকোর্টের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(২) অনুমোদিত হইলে ঐরূপ সূচী *সরকারী গেজেটে* প্রকাশিত হইবে এবং তদনুসারে উক্ত ছুটির দিনসমূহ এবং দীর্ঘাবকাশ পালিত হইবে।

নগর দায়রা আদালতে অ্যাটর্নিগণ কার্য এবং ওকালতি করিবার অধিকারী হইবেন।

১২। (১) হাইকোর্টের রোলে অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল রূপে প্রবিষ্ট সকল ব্যক্তি নগর দায়রা আদালতে কার্য এবং ওকালতি করিবার জন্য অধিকারী হইবেন।

(২) (১) উপধারার বিধানাবলী নগর দায়রা আদালতে ক্ষেত্রানুযায়ী কার্য এবং ওকালতি করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে অধিকারী করে এরূপ কোন বিধির অতিরিক্ত হইবে ও খর্বতা সাধন করিবে না।

সীলমোহর।

১৩। নগর দায়রা আদালত রাজ্য সরকার কর্তৃক তৎসময়ে যেরূপ বিহিত[২] হইতে পারে সেরূপ ফরম ও মাত্রার সীলমোহর ব্যবহার করিবেন।

নিয়মাবলী।

১৪। (১) হাইকোর্ট সময়ে সময়ে রাজ্যপালের অনুমোদনক্রমে এই আইনের বিধানাবলী কার্যে পরিণত করিবার প্রয়োজনে নিয়মাবলীর[৩] প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

---

[১]নগর দেওয়ানী আদালত বা নগর দায়রা আদালতের সহিত সংশ্লিষ্ট করণিক ও অন্য শাসনিক আধিকারিকগণের নিয়োগ চীফ জজ কর্তৃক কৃত হইবে এই মর্মে নির্দেশদানকারী প্রজ্ঞাপনের জন্য ১৯৫৯-এর ক্যালকাটা গেজেট, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ৩১৮৪-এ প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন নং ৭১০৮ জে., তারিখ ২১.৮.৫৯ দ্রষ্টব্য।

[২]নগর দায়রা আদালত কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে এরূপ সীলমোহরের ফরম ও মাত্রা বিহিতকারী প্রজ্ঞাপনের জন্য ১৯৫৭-এর ক্যালকাটা গেজেট এক্সট্রাঅর্ডিনারি, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ৮০৪-এ প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন নং ১২৯৭ জে., তারিখ ২১.২.৫৭ দ্রষ্টব্য।

[৩]১৪ ধারা দ্বারা অর্পিত ক্ষমতার প্রয়োগে প্রণীত " কলিকাতা নগর দায়রা আদালতের নিয়মাবলী, ১৯৫৬"-এর জন্য ক্যালকাটা গেজেট এক্সট্রাঅর্ডিনারি, তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ৫৮৭-৫৯৩-এ প্রকাশিত হাইকোর্ট আপীলসম্বন্ধী ক্ষেত্রের প্রজ্ঞাপন নং ১৭১০ আর.ও., তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ দ্রষ্টব্য।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐরূপ নিয়মাবলীর দ্বারা সকল বা যেকোন বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা—

(ক) নগর দায়রা আদালতের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া যতদূর পর্যন্ত ঐরূপ নিয়মাবলী ঐ সংহিতার সহিত যথা-পঠিত এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস না হয়;

(খ) নগর দায়রা আদালত কর্তৃক রক্ষিত হইবে এরূপ রেজিস্টার, বহি, হিসাবপত্র ও অন্যান্য অভিলেখ;

(গ) নগর দায়রা আদালত কর্তৃক সময়ে সময়ে হাইকোর্টের নিকট এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইলে রাজ্য সরকারের নিকট উপস্থাপিত হইবে এরূপ রিটার্ন, বিবৃতি ও অন্যান্য তথ্য।

হাইকোর্টে বিবেচনাধীন মামলা ও কার্যবাহসমূহের ব্যাবৃত্তি।

১৫। এই আইন যে তারিখে বলবৎ হয় সেই তারিখে হাইকোর্টে বিবেচনাধীন কোনও মামলা বা কার্যবাহকে প্রভাবিত করিবে না, এবং ঐরূপ প্রত্যেক মামলা বা কার্যবাহ চলিতে থাকিবে যেন এই আইন গৃহীত হয় নাই।

আইন লেটার্স পেটেন্টসহ অন্যান্য বিধির অভিভাবী হইবে।

১৬। বিশেষতঃ হাইকোর্টের লেটার্স পেটেন্ট সমেত অন্য কোনও বিধিতে বিপরীতার্থক যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও এই আইনের বিধানাবলীর কার্যকারিতা থাকিবে ঃ

তবে এই আইনের কোনও কিছুই দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট (স্পেশাল কোর্টস) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ অথবা দ্য ট্রাইবিউন্যাল অফ্ ক্রিমিনাল জুরিসডিকশন অ্যাক্ট, ১৯৫২-এর কোনও বিধানাবলীকে প্রভাবিত করে বলিয়া গণ্য হইবে না ঃ ১৯৪৯-এর পশ্চিমবঙ্গ ২১ আইন। ১৯৫২-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৪ আইন।

পরন্তু এই আইনের কোনও কিছুই দি ইন্ডিয়ান কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯১৩[১] অনুযায়ী কোন অপরাধের বিচার করিবার জন্য নগর দায়রা আদালতকে ক্ষেত্রাধিকার অর্পণ করে বলিয়া গণ্য হইবে না অথবা দ্য ব্যাংকিং কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৪৯ অনুযায়ী হাইকোর্টের ক্ষেত্রাধিকারকে প্রভাবিত করে বলিয়া গণ্য হইবে না। ১৯১৩-র ৭। ১৯৪৯-এর ১০।

১৭। [*(সংহিতার সংশোধনসমূহ) – সিটি সেশনস কোর্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮০ (১৯৮০-র পশ্চিমবঙ্গ ৩৮ আইন) দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।*]

[প্রথম তফসিল – *(তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহ) – সিটি সেশনস কোর্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৩ আইন)-এর ৬ ধারা দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।*]

[দ্বিতীয় তফসিল – *(দ্য কোড অফ্ ক্রিমিনাল প্রসীডিয়ার, ১৮৯৮-এর সংশোধনসমূহ) – সিটি সেশনস কোর্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৮০ (১৯৮০-র পশ্চিমবঙ্গ ৩৮ আইন)-এর ৩ ধারা দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।*]

[১]দি ইন্ডিয়ান কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯১৩ (১৯১৩-এর ৭) দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ (১৯৫৬-এর ১) দ্বারা নিরসিত হইয়াছিল।